APR. 1 8 2002

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... পৃঃ ৭ কলাম ৭

উত্তরা থানার ২ এসআইর জালিয়াতি

মঞ্জুর না হওয়ার পরও রিমান্ডে নিয়ে এসএসসি পরীক্ষার্থীকে নির্যাতন

রিমান্ডে নির্যাতিত এসএসসি পরীক্ষার্থী আকরাম

হারুন উর রশীদ ॥ রিমান্ড মঞ্জুর না হওয়ার পরও এক এসএসসি পরীক্ষার্থীকে কৌশলে আদালত থেকে থানায় নিয়ে ২ দিন আটকে রেখে নির্মম নির্যাতনের অভিযোগ পাওয়া গেছে। আর এ ঘটনা ঘটেছে নগরীর উত্তরা থানায়।

নির্যাতনের হোতা উত্তরা থানার এসআই আবুল কালাম আজাদ ও মো. শরিফুল ইসলাম। আর ওই ছাত্রের নাম মো. আকরাম খান। সে টঙ্গী টেক্সটাইল মিল হাইস্কুলের ছাত্র। পুলিশের নির্মমতার কারণে তার আর এসএসসি পরীক্ষা শেষ করা সম্ভব হয়নি। আকরাম উত্তরায় তার বড় চাচার বাসায় থেকে পড়াশুনা করত। ১০ই এপ্রিল সন্ধ্যা ৭টার দিকে সে তার চাচার বাসা থেকে বন্ধুর বাসায় প্র্যাকটিক্যাল খাতা আনার কথা বলে বের হয়। রাত ৯টার দিকে এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি ফোনে তার চাচার বাসায় জানায় আকরামকে উত্তরা থানা পুলিশ আটক করেছে। ১ লাখ টাকা না হলে ছাড়া হবে না। তার আত্মীয়-স্বজন উত্তরা থানায় গেলে এসআই শরিফুল ইসলাম ও আবুল কালাম আজাদ জানায় ১ লাখ টাকা না দিলে আকরামকে অস্ত্র মামলায় ফাঁসিয়ে দেবে।

আকরামের ছোট চাচা আলী আমজাদ খান লিখিতভাবে পুলিশের ডিসিকে জানান, এর আগে ওই দুই এসআই তার কাছে ১ লাখ টাকা দাবি করেছিল। তিনি ব্যবসায়ী এবং উত্তরা থানার কাছেই তার বাসা। ওই রাতে টাকা দিতে অস্বীকার করলে আকরামকে অস্ত্র আইনের মামলায় আসামি করে ৫ দিনের রিমান্ডের আবেদন জানিয়ে পরদিন আদালতে পাঠায় (মামলা নং-২০)। ওই মামলায় আকরামের সঙ্গে আরও ৪ জনকে আদালতে পাঠানো হয়। তাদেরও ৫ দিনের রিমান্ডের আবেদন জানানো হয়।

১১ই এপ্রিল আদালত রিমান্ড আবেদন শুনানিশেষে আকরামের রিমান্ড নামঞ্জুর করে জেলহাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন। বাকি ৪ জনের ২ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। আদালত আকরামের এসএসসি পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন কার্ড দেখে তার রিমান্ড আবেদন নামঞ্জুর করেন; কিন্তু উত্তরা থানা পুলিশ কৌশলে আদালতের আদেশ অমান্য করে থানা ঃ পৃঃ ২ কঃ ৪

থানা ঃ জালিয়াতি

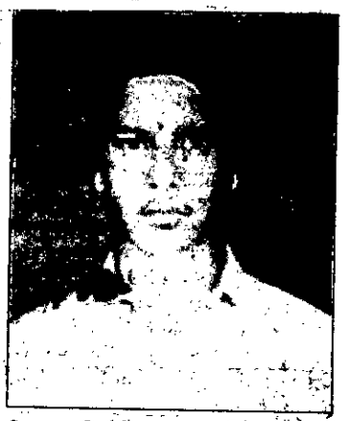

(১ম পৃষ্ঠার পর)

৪ জনের সঙ্গে আকরামকেও উত্তরা থানায় নিয়ে যায়। ২ দিনে রিমান্ড হওয়া ওই ৪ জন হল মো. রনি, মো. দেলোয়ার হোসেন, মো. শাহ আলম ও সোহেল রানা।

থানায় নিয়ে ২ দারোগা আকরামের চাচার বাসায় খবর পাঠায় যে, রিমান্ড বাতিল করার পরও তারা আকরামকে থানায় নিয়ে এসেছে। এবার মজা দেখাবে। থানায় নিয়ে ২ দিনের রিমান্ডের নামে এসআই আবুল কালাম আজাদ ও শরিফুল ইসলাম আকরামকে নির্মম নির্যাতন শুরু করে। তারা আকরামের পা বেঁধে ওপরে ঝুলিয়ে মাথা নিচের দিকে রাখে। তার চাচা আলী আমজাদ খান ডিসি (উত্তর) এর কাছে লিখিত অভিযোগে বলেন, ঝুলানো অবস্থায় তাকে শরীরের গাঁটে গাঁটে পেটানো হয়। এ দৃশ্য দেখে আকরামের আত্মীয়-স্বজন ওই ২ এসআইকে জড়িয়ে ধরে নির্যাতন না চালানোর অনুরোধ করেন। তখন তারা আগের দাবি করা ১ লাখ টাকা দিতে বলে। আলী আমজাদ খান তাৎক্ষণিকভাবে ৬০ হাজার টাকা দিলে নির্যাতন বন্ধ হয়। পরে আরও ৪০ হাজার টাকা দিতে বলে, নয়তো পরিবারের অন্য সদস্যদেরও অস্ত্র মামলায় জড়ানোর হুমকি দেয়।

২ দিন অবৈধভাবে পুলিশ রিমান্ডে রাখার পর অন্য ৪ জনের সঙ্গে আকরামকে ১৪ই এপ্রিল আদালতে হাজির করে জেলহাজতে পাঠানো হয়। আকরাম এখন জেলে আছে। উত্তরা থানার এসআই শরিফুল ইসলাম আদালতে পাঠানো রিপোর্টে আকরামকে রিমান্ডের আসামি হিসেবে উল্লেখ করেছে। অথচ আদালত তার রিমান্ড মঞ্জুর করেনি।

আকরামের বাবার নাম মো. আলীবর্দি খান, টঙ্গীর ভরানটেক এলাকায় তাদের বাসা। সে উত্তরা ৯ নম্বর সেক্টরের ৯ নম্বর রোডে ১ নম্বরের বড় চাচা আবুল হোসেন খান আলীর বাসায় থেকে পড়াশুনা করত। এ ব্যাপারে গতরাতে উত্তরা থানায় যোগাযোগ করলে ডিউটি অফিসার জানান, বিষয়টি তারা শুনেছেন। তবে থানায় ওই ২ দারোগা বা ওসি নেই।

এ ব্যাপারে গতরাতে ডিসি উত্তর ফারুক আহমেদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, তার কাছে অভিযোগটি এখনো পৌঁছেনি। তবে এ ধরনের ঘটনা ঘটে থাকলে এটি জঘন্যতম অপরাধ। তিনি তদন্ত করে ব্যবস্থা নেবেন বলে জানান। পুলিশের একটি সূত্র জানায়, আদালতের আদেশে আকরাম খানের নাম লেখা হয়েছে আকরাম হোসেন। উত্তরা থানার ২ এসআই সম্ভবত এ সুযোগটি গ্রহণ করেছে।